আইনের ধারাপাত – লিখিত বইয়ের ভেতরের নমুনা

অনেকেই বইয়ের ভেতরটা কেমন দেখতে, কিংবা দুই একটি প্রশ্নের উত্তরের নমুনা দেখতে চেয়েছেন, তাদের জন্য পিডিএফ করে এই নমুনা দিয়ে রাখলাম। যারা কুরিয়ারে বইটি সংগ্রহ করতে চান তাদের সিদ্ধান্ত নিতে সুবিধা হবে আশা করি। – *আইনকানুন প্রকাশনী*

<u>বইয়ের কিছু তথ্য</u>

পৃষ্ঠা সংখ্যা : ৪৩৬

সাইজ : ১/৮

[১/১৬ তথা, বাজারের অন্যান্য বইয়ের সাইজে হলে এটির পৃষ্ঠাসংখ্যা দাঁড়াতো প্রায় ৯০০]

বাধাই : পেপারব্যাক

বিক্রয় দাম : ৫০০ টাকা

<u>বইটি কুরিয়ারে সংগ্রহ করা যাবে</u>

০১৭১১-১৪০৯২৭ অথবা ০১৭১২-৯০৮৫৬১ নাম্বারে ফোন দিয়ে।

<u>বইটি নীলক্ষেতে পাওয়া যাবে [১২ জুলাই থেকে]</u>

ল পয়েন্ট, ১৯ নং গলি, ইসলামিয়া মার্কেট, নীলক্ষেত, ঢাকা।

নিচে বইয়ের ভূমিকা এবং প্রথম কয়েকটি পেইজের ছবি দেওয়া হলো প্রথমে।

আইনের ধারাপাত

সল্যুশন বুক সিরিজ

বাংলাদেশ বার কাউন্সিল প্রস্তুতির
লিখিত পরীক্ষার বই

মুরাদ মোর্শেদ

লেখক সহযোগী
নাবিল নিয়াজ
শাম্মি আখতার

www.juicylaw.com
the law juicer

আইনকানুন
আইন পাঠের আনন্দধারা

বাংলায় বাঙময়
সম্পাদনা সৌকর্য

আইনের ধারাপাত – সল্যুশন বুক সিরিজ [লিখিত]

[বার কাউন্সিল লিখিত প্রস্তুতির বই]

প্রথম সংস্করণ ও মুদ্রণ
জুলাই, ২০২০

লেখক : মুরাদ মোর্শেদ
গ্রন্থস্বত্ব : লেখক

প্রকাশক
আইনকানুন প্রকাশনী
হাতিরপুল, ঢাকা
০১৭৩৯-৭৪৯৩০৩

অনলাইন পরিবেশক
আইনকানুন প্রকাশনী, ৩০৫, রোজ ভিউ প্লাজা
বীর উত্তম সি আর দত্ত রোড, হাতিরপুল, ঢাকা,
০১৭১১-১৪০৯২৭

নিলক্ষেত পরিবেশক
ল পয়েন্ট, নীলক্ষেত, ঢাকা
০১৭১২-৩৭৮৪১৩

কম্পোজিটর
জুয়েল রানা

প্রিন্টিং অ্যান্ড প্যাকেজিং
হাবীব অফসেট প্রিন্টিং প্রেস

দাম : ৬০০ টাকা

কপিরাইট সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

এই বইয়ের লেখক কর্তৃক বইটির সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত। লেখকের অনুমতি ছাড়া এই বইয়ের কোনো অংশ কপিরাইট আইনে বারিত পদ্ধতিতে বা কোনো ফটোকপি পুনরুৎপাদিত হলে তা দণ্ডনীয় অপরাধ। এর ব্যত্যয় ঘটলে প্রকাশনা সংস্থা ও লেখক কর্তৃক আইনগত ব্যবস্থা অনিবার্য।

বার কাউন্সিল ও বিজেএস পরীক্ষার জন্য

আইনকানুন একাডেমি

আইন পড়ুন, আনন্দের সাথে ০১৭১২ ৯০৮ ৫৬১

আইনকানুন একাডেমিতে

অনলাইনে ভর্তি চলছে

নিয়মিত ক্লাস নিচ্ছেন

অ্যাডভোকেট মুরাদ মোর্শেদ

ফেসবুক গ্রুপে এবং জুম এ্যাপে

ভর্তি হতে সরাসরি যোগাযোগ করুন : ০১৭১২-৯০৮৫৬১

বিস্তারিত জানতে ভিজিট করুন : https://juicylaw.com/written-exam-preparation/

পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবার ঠিক আগেআগে

ঢাকার বাইরের শিক্ষার্থীদের জন্য

১৫ দিনের ক্র্যাশ কোর্স ও মডেল টেস্ট

[শুরু হবে পরীক্ষার অন্তত ২৫ দিন আগে]

সীমিত আসনে ভর্তির জন্য যোগাযোগ করুন : ০১৭১২-৯০৮৫৬১
ঠিকানা : ৩২০, আরএইচ হোম সেন্টার, গ্রিন রোড, ফার্মগেট, ঢাকা

লেখকের ভূমিকা

ইচ্ছা ছিলো একেবারেই অন্যরকম বই বের করার। আইনকানুন একাডেমির লিখিত ব্যাচটি যখন ফার্মগেট শাখায় শুরু করেছিলাম [করোনার আগে মাত্র দুইটি ক্লাস নিতে পেরেছিলাম, পরে যা এখন অনলাইন লাইভ ক্লাসে চলমান] তখন ছাত্রদের সাথে শেয়ার করেছিলাম। তারা তখন আইডিয়াটিকে খুবই এপ্রেসিয়েট করেছিলেন এবং অনেকেই জিজ্ঞাসা করেছিলেন আপনি কি আপনার প্ল্যান মোতাবেক সামনের এক মাসেই বইটি প্রকাশ করতে পারবেন? বলেছিলাম – পারবো হয়তো। কিন্তু, করোনার সময়ে ঢুকে পড়ে কাজটিকে সেই প্ল্যানে এগিয়ে নিতে পারিনি। তবে, কিছু ব্যাপারে খুবই সচেষ্ট থাকার চেষ্টা করেছি।

পরীক্ষা তো দেবে পরীক্ষার্থীগণ। পড়া মুখস্থও করবেন পরীক্ষার্থী। খাতায় সঠিকভাবে উপস্থাপনও করবেন পরীক্ষার্থী। তাহলে একজন বইলেখকের কাজ কী এবং কোন পয়েন্টে? **আসলে পরীক্ষার্থীদের জন্য প্রয়োজন সঠিক গাইডলাইন আর প্রপার নোট।** গাইডলাইনে প্রথমেই যেই টেকনিক্যাল বিবেচনা নিতে হয় সেটি হলো – পরীক্ষার সময়সীমা। সেই সময়সীমা অনুসারেই কীভাবে একটি নির্দিষ্ট সময়ে একটি প্রশ্নের উত্তর লিখে চাহিত সব প্রশ্নের উত্তর সম্পন্ন করা যায় সেটি মাথায় রাখতে হবে। আর প্রপার নোটের ক্ষেত্রে অনেকগুলো বিবেচনা বা ফিল্টার হিসেবে রাখতে হয় যেন প্রাসঙ্গিক বিষয় মোটামুটিভাবে উপস্থাপন করতে পারেন আপনারা।

উপরোক্ত দুইটি বিষয় মাথায় রেখেই এ বইটি এমনভাবে প্রণীত, যেন আপনার নিজের কোনো বাড়তি নোট করার প্রয়োজন না পড়ে। লেখক যদি নিজের জ্ঞানের সবটুকুই একটি নোটে দিয়ে দেন, তাহলেতো সেই নোট পরীক্ষার সময়সীমা বিবেচনায় লিখে শেষ করতে পারবেন না। ফলে, লেখককে সবসময়ই মাথায় রাখতে হয়, পরীক্ষার্থীদের একটি উত্তর লেখার জন্য এবং নাম্বার পাবার জন্য কী কৌশলে কীভাবে লিখলে একজন নাম্বার পাবেন এবং সফলকাম হবেন। ফলে, নিজের প্রতিভার ঝলক প্রদর্শনের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো আসন্ন সম্ভাব্য নবীন আইনজীবীদের সাফল্যের বিবেচনা। নিজের ইগোকে অতিক্রম করে পরীক্ষার্থীদের প্রতি ভালোবাসাসমেত এই বিবেচনাবোধ ছাড়া ভালো নোট তৈরি সম্ভব হয়না। ভালো নোট মানে একটি প্রপার নোট, কোনো গবেষণাপত্র নয়।

পরীক্ষার্থীগণ যেন আত্মবিশ্বাস অর্জন করেন প্রতিটি প্রশ্নের উত্তরের ক্ষেত্রে, সেজন্য প্রতিটি উত্তরের নিচেনিচেই নির্দেশনা অংশে কিছু বিষয় ব্যাখ্যা করা আছে এবং পরীক্ষার হলের যুদ্ধক্ষেত্রটি আপনি কীভাবে জয় করতে পারবেন সে বিষয়ে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে আলোচনা রয়েছে।

সময়েরে ব্যাপারে বিশেষ বিবেচনা আপনার থাকতে হবে। অবশ্যই নিজের হাতের লেখার স্পিড বিবেচনা করতে হবে। ছাত্রদের গড় যোগ্যতা সর্বোচ্চ ২০ থেকে ২২টি শব্দ প্রতি মিনিটে। সে হিসেবে প্রতি ১৫ নম্বরের প্রশ্নের জন্য আপনার জন্য হাতে সময় থাকবে ৩৫ মিনিট। তাহলে ২০*৩৫ = ৭০০টি শব্দ গড়ে আপনি ১৫ নম্বরের জন্য আপনি লিখতে পারবেন পরীক্ষার খাতায়। ফলে, আমরা এটি নজরে এনেছি শিক্ষার্থীদের যে, আপনার উত্তর হতে হবে সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যেই, কিন্তু তা হতে হবে মোটামুটি পূর্ণাঙ্গ। বার কাউন্সিলের লিখিত পরীক্ষায় কিছু প্রশ্ন এসে থাকে, যা কিনা ৩৫ মিনিটে লেখার বিষয়বস্তু নয়। আবার, কিছু প্রশ্ন আসে হয়তো তা ৫৫০-৬০০ শব্দের ভেতরেই উত্তর শেষ হয়ে যাবে। যেমন, ফৌজদারি কার্যবিধির ১৪৪ ধারা সম্পর্কে প্রশ্ন ইত্যাদি। ফলে, কমবেশি করে করে আপনাকে উত্তরগুলো সুবিধাজনক সময় বরাদ্দ দিয়ে লিখতে হবে।

যাইহোক, এই বইয়ের সবচেয়ে বড় তিনটি সুবিধা হলো –

১. উত্তরগুলো ৭০০ [কখনো কখনো ২০/৩০টি শব্দের কম বা বেশি] শব্দের মধ্যে রাখা হয়েছে বেশিরভাগ। আবার যেক্ষেত্রে উত্তর আরো খানিকটা বেশি হয়ে গেছে সেক্ষেত্রে প্রতিটি উত্তরের নিচে নিচে থাকা নির্দেশনায় বলা আছে যে, সময় সংক্ষিপ্ততায় কোন কোন প্যারাগুলো বাদ দেওয়া যেতে পারে। শিক্ষার্থীগণ কতটুকু লিখতে পারবেন একটি নির্দিষ্ট সময়ের ভেতরে, সেই প্রশ্ন বিবেচনা না করেই উত্তরগুলো লিখিত হয়েছে বাজারের বেশিরভাগ নোটে।

২. এই বইয়ের কোনো উত্তরই অপ্রাসঙ্গিক তথ্যে ভরপুর নয়। **খুবই সুচিন্তিতভাবে অনেক কম্প্যাক্ট করে লেখা হয়েছে এবং অতি প্রাসঙ্গিক উত্তর দেওয়া হয়েছে,** যা কিনা চলতি বইগুলোতে পাওয়া যায় না। চেয়েছে কোনো বিষয়ের উপাদান [Ingredients], কিন্তু উত্তরে অহেতুক একটি বিষয়ের শাস্তিসমূহ বা অন্যান্য অপ্রাসঙ্গিক তথ্য দিয়ে ভরিয়ে ফেলা হয়েছে। সতর্কভাবে সেগুলা আমরা পরিহার করেছি।

৩. উত্তর যেন সবচেয়ে মানসম্মত হয়, সেজন্য আমরা কয়েকটি ফিল্টার ব্যবহার করেছি, যদিও সবসময়ই তা ফলো করা হয়নি বা পেরে ওঠা যায়নি বা অনেক ক্ষেত্রে হয়তো তা প্রযোজ্যও নয়। যেমন, নম্বর বেশি তোলার জন্য প্রযোজ্য ক্ষেত্রে লিগ্যাল

ম্যাক্সিম এর ব্যবহার, দ্ব্যর্থবোধক শব্দের ইংরেজি অংশ ব্র্যাকেটে দিয়ে দেওয়া, যুক্তিবিন্যাস প্যারায় প্যারায় বিন্যস্ত করা, যুক্তিবিন্যাসের ধারাবাহিকতা রক্ষা করা, উত্তর শেষ করার ক্ষেত্রে প্রশ্নে চাহিত বিষয়ের দিকে খেয়াল রেখে শেষ করা ইত্যাদি অসংখ্যা ফিল্টার ব্যবহার করেকরেই এই বইয়ের উত্তরগুলো লিখিত হয়েছে। অন্য অনেক নোটে মাঝে মাঝে চোখে পড়লো যে, Conjunction তথা, কিন্তু, যদিও, তবে, ফলে ইত্যাদি শব্দের ভুল ব্যবহার হয়েছে যাতে করে উত্তরের যুক্তিবিন্যাস [Logical consistency] এলোমেলো হয়ে পড়েছে। আইনে কিন্তু এসবের ভুল ব্যবহারে মারাত্মক ভুল অর্থ প্রকাশ করতে পারে।

ফলে, উপরোক্ত বিশেষ ৩টি প্রধান বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান থাকায় আপনাদের কোনোরূপ ঝামেলা করে কোনো নোট নিজে হাতে তৈরি করার দরকার নেই একদমই। এই বইয়ে থাকা ৮৩টি প্রশ্নের ভেতরে ৩/৪টি প্রশ্ন গতানুগতিক বা খানিকটা দুর্বল হয়েছে। তবে, কথা দিতে পারি যে, বাকী সব প্রশ্ন অনেক বেশি মানসম্মত এবং প্রাসঙ্গিক হয়েছে এবং উপরে বলে আসা প্রস্তাবিত সময়সীমার সীমাবদ্ধতা বিবেচনাতেই লিখিত হয়েছে। পরীক্ষার্থীগণ নিজের করা কোনো নোট নিয়ে সমস্যায় থাকলে আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন, চেষ্টা থাকবে সমাধান করে দেবার।

আমার অনলাইনের শিক্ষার্থীদের যে ফেইসবুক গ্রুপে বা জুমে ক্লাস নেই, সেখানে শিক্ষার্থীদের জন্য একটি সাধারণ নির্দেশনা লাইভে দিয়েছিলাম। সেই অপ্রস্তুত ভিডিওটি শেষে ইউটিউব চ্যানেলে দিয়েছিলাম। সেটি ইতিমধ্যেই ৪৫০০+ ভিউ অতিক্রম করেছে। সেই ভিডিওটির উপস্থাপনা খানিক দুর্বল হলেও সেটি দেখে নিতে পারেন উপরোক্ত বিষয়গুলো আরো বুঝে নিতে। আমাদের ইউটিউব চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করে রাখতে পারেন। অনেক উপকৃত হবেন, কেননা, সেখানে নিয়মিত বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর নিয়ে আমি আলোচনা অব্যাহত রাখবো। চ্যানেল সার্চ করতে ইউটিউবের সার্চ বারে গিয়ে লিখবেন : Ainkanoon Academy। অথবা youtube.com/c/JuicyLaw এই লিংক লিখে যেকোনো ব্রাউজার থেকে ঢুকতে পারেন।

বইটিতে মূল সংশ্লিষ্ট ধারাগুলো যুক্ত করা আছে। আমাদের ভাবনাটি হলো – সংশ্লিষ্ট ধারাগুলো একসাথে একই বইয়ে থাকলে আপনাদের সুবিধা হবে মূল ধারাগুলো পাঠ করতে। হয়তো ৮৩টি প্রশ্নের জন্য ২৫০/২৮০ পৃষ্ঠার পরিসরের বই হলে দামটা কম রাখা যেতো, কিন্তু, শেষবিচারে মূল ধারাগুলো থাকাতে সুবিধাই হবে আপনাদের। ক্ষেত্র বিশেষে ইংরেজি অংশও আছে বেশিরভাগ জায়গায় যেন মূল ধারার পূর্ণাঙ্গ পাঠ সেরে রাখতে পারেন।

বইটি প্রণয়নে সার্বক্ষণিক সাথে ছিলেন শাম্মি আখতার। বিভিন্ন জটিল বিষয় নিয়ে দীর্ঘ পড়াশোনা চালিয়ে যাবার ও তা সংক্ষেপিত আকারে উপস্থাপনের অসাধারণ যোগ্যতাসম্পন্ন মেয়েটির সহযোগিতা না পেলে এই বইয়ের কাজ আরো পিছিয়ে পড়তো। অন্যদিকে, যারা আমাদেরকে শুরু হতে চেনেন তারা নাবিল নিয়াজকে সবাই চেনেন। আমার আগ্রহে আইন পড়ার স্বপ্ন তৈরি হলেও ও নিজেই একজন স্বাপ্নিক হবে, আইন জগতে আইন শিক্ষার্থীদের জন্য ভূমিকা রাখবে এই আশাবাদ ও স্বপ্ন এখনো আছে আমার। সময় কথা বলবে – এই আশাবাদ রাখি প্রতিশ্রুতিশীল এই তরুণ ও তরুণী বিষয়ে।

এই বইটি লেখার সময় যাদের পরামর্শ মাঝেমাঝে নিয়েছি এবং যারা অকাতরে তাদের মূল্যবান সময় দিয়ে সহায়তা করেছেন তাঁদের কাছে বিশেষ কৃতজ্ঞ; বিশেষত, আমার সরাসরি সিনিয়র অ্যাডভোকেট আবুল হাসনাত বেগ, অ্যাডভোকেট কলিগ সেকেন্দার আলী, অ্যাডভোকেট আহমদ ইবনুল ওয়াক্ত ইবসেন, অ্যাডভোকেট রওশন আলী প্রমুখের কাছে কৃতজ্ঞতা অশেষ।

মানুষ অসীম সম্ভাবনাময় প্রাণী; কিন্তু একইসাথে আমরা সীমাবদ্ধও বটে। অনেক আত্মবিশ্বাস সহকারে কথা বললেও নিজেরও অজান্তে সীমাবদ্ধতা বা ত্রুটি থাকা অস্বাভাবিক নয়। আর দশটা মানুষের মতোই আমি বা আমরাও রক্তে-মাংসে-দোষে-গুণেই মানুষ। যেকোনো বিচ্যুতি-ত্রুটির দায় লেখকের। জানাতে সংকোচ করবেন না; কৃতজ্ঞ থাকবো; কেননা, আনুষ্ঠানিক পড়ালেখা হয়তো অনেক আগেই চুকিয়েছি, কিন্তু দুনিয়ার নিত্যদিনের চলমান পাঠশালা কবর পর্যন্ত থাকবে – এমনটাই মনে করি।

মুরাদ মোর্শেদ
অ্যাডভোকেট ও আইনগ্রন্থ লেখক
১ জুলাই, ঢাকা। ০১৭১২ ৯০৮ ৫৬১

সূচিপত্রের পৃষ্ঠার নমুনা নিম্নরূপ

প্রধান সূচিপত্র

ড্রাফটিং

প্রশ্নসমূহ	পৃষ্ঠা
প্রশ্ন নং : ১ আপনার মক্কেলের প্রতিবেশি আপনার মক্কেলের বাড়ির পূর্বপার্শ্বে রাজউকের নিয়মমাফিক প্রয়োজনীয় জায়গা না রেখে প্রাচীর নির্মাণ করে এবং দেওয়াল এতো উচুঁ করেন যে, আপনার মক্কেলের বাড়িতে আলো প্রবেশে তা বাধা সৃষ্টি করে। আপনার মক্কেল দেওয়ানি আদালত হতে কোন আইনে কী ধরনের প্রতিকার পেতে পারে? এ বিষয়ে একটি আরজি মুসাবিদা করুন। [বার : ২০১২ + বার : ২০০৮, ফেব্রুয়ারি]	৪৪
প্রশ্ন নং : ২ রশিদ গুলশান থানাধীন বাড্ডা মৌজার ৭৬ নং দাগের জমিটির মালিক দখলকার। বিগত জরিপে ঐ জমিটি ভুলবশত রশিদের নামে রেকর্ড না হয়ে তার প্রতিবেশী জামাল এর নামে রেকর্ড হয়েছে। নানা কারনে রশিদ এর সাথে জামালের সম্পর্ক বৈরী।উপযুক্ত আদালতে দায়েরের জন্য রশিদের পক্ষে একটি আরজি প্রস্তুত করুন, যাতে সংশ্লিষ্ট আইনের উল্লেখসহ মূল প্রার্থনাসমূহ সংযোজিত থাকতে হবে। [বার : ২০০৭]	৪৭
প্রশ্ন নং : ৩ রফিক পৈতৃক ওয়ারিশ সূত্রে ৩৫ শতাংশের এক খন্ড জমির মালিক। বিগত ভূমি জরিপকালে ভুলবশত ঐ জমিটি আগন্তুক জলিলের নামে রেকর্ড হয়ে যায়। এই ভুল রেকর্ডের সুযোগ নিয়ে জলিল ২০০৬ এর ২ জানুয়ারী তারিখে বলপূর্বক রফিকের জমিটি দখল করে নিয়ে তথায় একটি বসতি তৈরী করে এবং পরিবার পরিজন নিয়ে সেখানে বসবাস করছে। আইনের সংশ্লিষ্ট ধারা উল্লেখপূর্বক যথাযথ প্রতিকার প্রার্থনা করে রফিকের জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ আরজি প্রস্তুত করুন। [বার : ২০০৬] অথবা পরেশের দখলে একখণ্ড পৈত্রিক জমি ছিল। সে তাহার প্রতিবেশী দ্বারা জমিটি হতে বেদখল হয়। প্রতিবেশী দাবী করে যে, সে পরেশের পিতার নিকট হইতে জমিটি খরিদ করিয়াছে। পরেশের ভাষ্য যে, কবলা দলিলটি ভূয়া। কোন ধরণের মামলা দাখিল করিতে হইবে পরেশকে উপদেশ দিন এবং যথাযথ আইনের উল্লেখ করিয়া একটি আরজি মুসাবিদা করুন। [বার : ২০০৪] অথবা জলিল ২৬/০৫/১৯৯৮ ইং তারিখে তার বাবার মৃত্যুর দিন থেকে ওয়ারিশ সূত্রে এক খণ্ড জমির মালিক। স্থানীয় ভূমিদস্যু কামাল ২৬/০৫/২০০৭ ইং তারিখে জলিলকে ঐ জমি থেকে বলপূর্বক বেদখল এই বলে যে, সে জলিলের চাচা হেলাল উদ্দিনের নিকট থেকে ঐ জমিটি হালে খরিদ করে ঐ জমির মালিক হয়েছে। মোকদ্দমার প্রধান বৈশিষ্টগুলো উল্লেখ করে উপযুক্ত আদালতে দায়েরের জন্য জলিলের পক্ষে একটি আরজির মুসাবিদা করুন। এতে সংশ্লিষ্ট আইনের উল্লেখসহ প্রধান প্রতিকারের উল্লেখ থাকতে হবে। [বার : ২০০৭]	৪৯

প্রশ্ন নং : ৪ করিম সিলেটের সিনিয়র জজ আদালতে নালিশী সম্পত্তির স্বত্ব ঘোষণা ও দখল সাব্যস্তকরণের জন্য তার প্রতিবেশী রহিমের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেন। মামলা দায়েরের পর একটি সুনির্দিষ্ট তারিখে রহিম তাকে নালিশী সম্পত্তি হতে উচ্ছেদের হুমকি দেন। যথাযথ আইন উল্লেখপূর্বক অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার জন্য একটি দরখাস্ত মুসাবিদা করুন। [বার : ২০১১] অথবা করিম ঢাকার জজ আদালতে তাহার জমির স্বত্ব ঘোষণা ও দখল সাব্যস্তকরণের (confirmation) জন্য তাহার প্রতিবেশী রহিমের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেন। মামলা দায়েরের পর রহিম তাহাকে উক্ত জমি হইতে উচ্ছেদের হুমকি দেয়। যথাযথ আইনের উদ্ধৃতি দিয়া অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার জন্য একটি দরখাস্ত মুসাবিদা করুন। [বার : ২০০৪] অথবা কামাল ফেনীর সিনিয়র সহকারী জজ আদালতে নালিশী সম্পত্তির স্বত্ব ঘোষণার জন্য তার প্রতিবেশী জামালের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেন। মামলা দায়েরের পর একটি সুনির্দিষ্ট তারিখে জমাল তাকে নালিশী সম্পত্তি হতে উচ্ছেদের হুমকি দেন। যথাযথ আইন উল্লেখপূর্বক অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার জন্য একটি দরখাস্ত মুসাবিদা করুন। [বার : ২০১২]	৫২
প্রশ্ন নং : ৫ ধরুন একটি মামলার বাদি আপনার মক্কেল। তিনি আপনাকে পরামর্শ দেন যে, রায়ের পূর্বে নালিশী সম্পত্তি ক্রোকের আদেশ হওয়া দরকার। আপনার মক্কেল তার পরামর্শের যুক্তি প্রদর্শন করেন। আপনিও মনে করেন যে, ক্রোকের আদেশের জন্য আবেদন করা যায়। নালিশী সম্পত্তি রায়ের আগে ক্রোকের আদেশ প্রার্থনা করে একটি দরখাস্ত মুসাবিদা করুন। [বার : ২০১১] অথবা একটি মামলার বাদী আপনার মক্কেল। তিনি আপনাকে পরামর্শ দেন যে, রায়ের পূর্বে বিবাদীর সম্পত্তি ক্রোকের আদেশ হওয়া দরকার। আপনার মক্কেল তার পরামর্শের সমর্থনে যুক্তি প্রদর্শন করে। আপনিও মনে করে যে, ক্রোক আদেশের জন্য আবেদন করা যায়। বিবাদীর সম্পত্তি রায়ের আগে ক্রোকের আবেদন প্রার্থনা করে একটি দরখাস্ত মুসাবিদা করুন। [বার : ২০০৮, ফেব্রুয়ারি] অথবা প্রশ্ন : আপনার মক্কেল শরাফতের পক্ষে আপনি ২০ লক্ষ টাকা আদায়ের জন্য কালামের বিরুদ্ধে চট্টগ্রামের প্রথম যুগ্ম জেলা জজ আদালতে মানি স্যুট দায়ের করেছেন। মোকদ্দমাটি বিচারাধীন অবস্থায় আপনি অবহিত হোন যে, কালাম চট্টগ্রামের ডাবলমুরিং মৌজায় অবস্থিত তার একমাত্র সম্পত্তি ৫ কাঠা জমি বিক্রির চেষ্টা করছে। মানি স্যুটের ভবিষ্যৎ ডিক্রি কার্যকর নিশ্চিত করার জন্য আপনি আইন অনুযায়ী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন? [বার : ২০১২]	৫৬
প্রশ্ন নং : ৬ একটি মোকদ্দমা চূড়ান্ত শুনানির জন্য ২০-০৭-২০০৪ ধার্য্য ছিল। এই দিন শুনানির জন্য ডাকা হইলে পক্ষদ্বয়কে অনুপস্থিত পাওয়া যায় এবং আদালত মোকদ্দমা ডিসমিস করে। বাদী ডিসমিস আদেশ রহিত করার জন্য আপনার নিকট আসে কিন্তু আপনি দেখেন যে, উক্ত দরখাস্ত দায়ের করার সময়সীমা ইতিমধ্যে অতিক্রান্ত হইয়াছে। তামাদি সীমা বৃদ্ধি করার জন্য একটি দরখাস্ত মুসাবিদা করুন। [বার : ২০০৪]	৫৯

দণ্ডবিধি

প্রশ্নসমূহ	পৃষ্ঠা
প্রশ্ন নং : ১ আত্মরক্ষার অধিকার বলতে কি বুঝায়? আত্মরক্ষার অধিকারের পরিধি কতখানি? উদাহরণসহ আলোচনা করুন। [What is the right of private defence? To What extent such right of private defence is available? Discuss with illustration.] [বার : ২০১২ + বার : ২০০৮, অগাস্ট]	৭৩
প্রশ্ন নং : ২ ক্যাম্পাসে দুইদল ছাত্রের মধ্যে একটি অবাধ লড়াই সংঘটিত হইয়াছে। উভয়পক্ষ শক্তি পরীক্ষার জন্য আগ্নেয়াস্ত্র দ্বারা লড়াই করিতে সংকল্পবদ্ধ। ফলে অবাধ লড়াইয়ে 'ক' দলের একজন সদস্য 'খ' দলের গুলিতে মারা যায়। খ বিচারে আত্মপক্ষ সমর্থনে বলে যে, যদি সে গুলি না করিত তবে সে স্বয়ং নিহত হইত। সুতরাং আত্মরক্ষার খাতিরে সে ক দলের একজন সদস্যকে হত্যা করিয়াছে। খ আত্মরক্ষামূলক আইনের আশ্রয় লাভ করিতে পারে কিনা, আলোচনা করুন। [বার : ২০০২]	৭৬
প্রশ্ন নং : ৩ ২. টীকা লিখুন : [বার : ২০১০, বার : ২০০৭, বার : ২০০৬, ডিসেম্বর] ক. আত্মরক্ষার অধিকার	৭৭
প্রশ্ন নং : ৪ ক. আত্মরক্ষার অধিকার বলতে কি বোঝেন? আত্মরক্ষার অধিকার কতদুর পর্যন্ত প্রয়োগ করা যায়? খ. আত্মরক্ষার অধিকার প্রয়োগে শরীর ও সম্পত্তি রক্ষার্থে কখন আক্রমণকারীর মৃত্যু ঘটানো যেতে পারে? উদাহরণসহ উত্তর দিন। [জুডি. : ২০১৩]	৭৯
প্রশ্ন নং : ৫ ক. সাধারণ ব্যতিক্রমসমূহ কি কি? কোনো একটি কাজ কোনো একটি ব্যতিক্রমের অন্তর্ভুক্ত দাবি করা হলে এ দাবি প্রমাণের দায়িত্ব কার ওপর বর্তায়? [জুডি. : ২০০৭] খ. একজন ডাক্তার সরল বিশ্বাসে তার রোগীকে জানায় যে সে বাঁচবে না। এ কথা শোনার পর রোগীটি মানসিক আঘাতে মারা যায়। ডাক্তার জানতেন যে, একথা শোনার পর রোগীর মৃত্যু হতে পারে। এক্ষেত্রে ডাক্তারের কোনো অপরাধ হবে কি? দণ্ডবিধি, ১৮৬০ এর সংশ্লিষ্ট ধারা উল্লেখপূর্বক উত্তর দিন। [জুডি. : ২০০৭] অথবা 'ক' একজন শল্য চিকিৎসক, সরল বিশ্বাসে তিনি তার রোগীকে জানান যে, সে আর বাঁচবে না। এ উক্তিতে মর্মাহত হয়ে রোগী মারা যায়। [২০১৭] গ. 'ক' ব্যথার কষ্ট নিয়ে একজন সার্জনের নিকট এলো, যিনি অস্ত্রপচারের ফলে 'ক' এর মৃত্যু হতে পারে - এটা জেনেও 'ক' এর মৃত্যু ঘটানোর কোনো অভিপ্রায় ছাড়াই সরল বিশ্বাসে 'ক' এর মঙ্গলার্থে অস্ত্রপচারটি করেন। উক্ত অস্ত্রপচারের পর 'ক' মারা যায়। 'ক' এর মৃত্যুর জন্য সার্জনকে দায়ী করা যায় কি? ব্যাখ্যা করুন। [জুডি. : ২০১৪]	৯২

ড্রাফটিং অংশটি আলাদাভাবে আলোচনা ও ইলাস্ট্রেশন সহ আছে। ৪ পৃষ্ঠা নমুনা দিলাম।

মুসাবিদায় মুসিবত? ছুহ মন্তর ছুহ!!

[২০১৭ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য নিম্নোক্ত নিবন্ধটি প্রথম লেখা হয়েছিলো যা কিনা আমাদের ওয়েবসাইট এ আপলোড করা হয়েছিলো প্রথম। এই লেখাটি সেবছর পরীক্ষার্থীদের মধ্যে ব্যাপক সাড়া ফেলেছিলো। সেটিকেই আরো খানিকটা ইম্প্রুভাইজ করে এবারের লিখিত পরীক্ষার্থীদের জন্য প্রস্তুতকৃত 'আইনের ধারাপাত - লিখিত পর্ব' বইয়ে স্থান করে দেওয়া হলো। এটি নিয়ে অনলাইনে একটি উন্মুক্ত ক্লাসও অনুষ্ঠিত হয়েছিলো বিগত ১৯ জুন, ২০২০ তারিখে। ড্রাফটিং তথা মুসাবিদায় পরীক্ষার্থীগণ ভালোই মুসিবতে থাকবেন। সেজন্য, মজা করে শিরোনাম দিয়েছিলাম 'মুসাবিদায় মুসিবত? ছুহ মন্তর ছুহ!!'। শিরোনামটি সেটিই রেখে দিলাম।]

শুরুতেই বলে রাখি, যারা কোর্টে যান, বিশেষ করে কিছু পরিশ্রমী শিক্ষানবিশগণ আছেন, তাদের জন্য কিন্তু এই নিবন্ধের কোনোই প্রয়োজন নেই। কিন্তু, অন্য অনেক নবিশ শিক্ষানবিশগণ আছেন, যাদের হয়তো এটি ভালো কাজে দেবে। ফলে, যাদের জন্য প্রযোজ্য তারা এই নিবন্ধের প্রতিটি স্টেপ মনোযোগের সাথে একে একে পড়বেন এই আশা রাখি।

ড্রাফটিং নিয়ে অনেকেই বিচিত্র প্রবলেমে ভুগছেন। প্রথম সীমাবদ্ধতা শিক্ষার্থীদের নিজেদের, কেননা তারা কোর্টেই যান না বেশিরভাগ। কোর্টে একেকটি চেম্বারে বা সিনিয়রের টেবিলে একাধিক দরখাস্ত ও আরজির কাজ প্রতিদিনই হয় কোনো না কোনোভাবে। কোনো কোনো টেবিলে প্রতিদিন ৪/৫ টি করে আরজি লিখতে ও জমা দিতে হয়। দরখাস্ততো আরো বেশি লিখতে হয় বলাই বাহুল্য। তাহলে ১ সপ্তাহ কোর্টেও যদি কেউ নিয়মিত যায় এবং দুপুরের বিরতির সময়ে সিনিয়রের কাছে প্রতিদিনকার দরখাস্তগুলো একবার করে বুঝে নেয়া যায় তাহলেই সিংহভাগ সমস্যার সমাধান হয়ে যাবার কথা। অথবা সিনিয়র হয়তো তেমন হেল্প করার সময়ও পান না; কিন্তু নিজের গরজ তো থাকতে হবে!

দ্বিতীয়ত, বাজারের প্রচলিত গাইড বইগুলোতে প্রশ্নে চেয়েছে, বা বিগত সালের আসা প্রশ্ন তুলে দিয়ে সরাসরি উত্তর লিখে ফেলেছে। উত্তর লিখে দেয়ার চেয়ে এর সম্পর্কিত কিছু প্রাসঙ্গিক আলোচনারও দরকার ছিলো। সেটার অভাব আছে। তবে, আমাদের প্রকাশিতব্য [জুন মাসের শেষ সপ্তাহে কুরিয়ারে সংগ্রহ করা যাবে] লিখিত পরীক্ষা প্রস্তুতির বই 'আইনের ধারাপাত - লিখিত' বইয়ে এই আলোচনাটিই আরো বিস্তারিত থাকবে।

তৃতীয়ত, এটাও সত্য যে, বিভিন্ন জেলার আদালতগুলোতে ভিন্ন ভিন্ন কাঠামোতে বিন্যস্তকরা হয়ে থাকে ড্রাফটিং; এমনকি ভাষাগত কাঠামোও ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। ফলে যিনি যেই কোর্টের সাথে অভ্যস্ত সেই কোর্টের ধরনেই সমাধান দিয়ে থাকেন। এটাই স্বাভাবিক। ফেসবুকে দেখলাম যে, শিক্ষানবিশগণ পরস্পর তর্ক করছেন এবং নিজ নিজ সিনিয়রের করা আরজি ফেসবুকে দেখাচ্ছেন যে, তারটিই সঠিক নিয়মে করা হয়েছে। কিন্তু দুইটিই সঠিক ছিলো। যেমন ধরুন, কোনো জেলা কোর্টে মোকদ্দমার তায়দাদ মূল্য বা মোকদ্দমার বিষয়বস্তুর মূল্য বাদী-বিবাদীর নামের অংশের পরেই বোল্ড-আন্ডারলাইন করে দেওয়া থাকে যেন আর্থিক এখতিয়ার প্রথম পৃষ্ঠাতেই চোখে পড়ে [যদিও এই মূল্যমান নিয়ে একটি প্যারা আরজির ভেতরের বর্ণনায় থাকে]; আবার কোনো জেলা কোর্টে দেখা যায় যে, এই বিষয়বস্তুর মূল্যের কথা আরজির শুরুতে থাকেনা। দুইটিই সঠিক। কোনো ভুল নেই এখানে। তবে, নিঃসন্দেহে আরজির শুরুর দিকেই এটিকে উল্লেখ করে দিলে ভালো হয়।

চতুর্থত, এটাও বিবেচনায় রাখা দরকার যে, ড্রাফটিং একদিনেই শিখে ফেলা সম্ভব নয়। অথবা কোনো বিশেষ ফরম্যাট বা ফর্মুলা ব্যবহার করে খানিকটা আয়ত্বে নিলেও এ বিষয়ে পারফেকশন আনা বেশ সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। যখন সত্যি সত্যি একজন মক্কেলের কোনো প্রতিকার পাইয়ে দিতে আপনি একটি ড্রাফট বা আরজি লিখে ফেলবেন, তখন দেখা যাবে যে, একটি বাস্তব-ব্যবহারিক প্রয়োজনেই ক্রমে ভালো ড্রাফটিং করতে সক্ষম হবেন। এবং এটিও নিয়মিত চালিয়ে যেতে হয়।

কিন্তু, কবে কাঁঠাল পাকবে, সেই অপেক্ষায় দিন সাবাড় করে দেবারও উপায় নেই। বার কাউন্সিলের লিখিত পরীক্ষার জন্য খানিকটা মনোযোগী পরিশ্রম করতেই হবে। পরীক্ষার্থীদের জন্য খুব ভালো মানের আরজি বা দরখাস্ত লিখতে জানতে হবে এমনটা নয়। কিন্তু, এর কাঠামোতে এবং বর্ণনার বেসিক ব্যাপারগুলোতে কোনো ভুল করা যাবে না, অন্তত এদিকে খেয়াল রাখতে হবে।

আশা করছি, এই লেখাটি পুরো মনোযোগ দিয়ে পড়তে থাকলে আপনার একটা ভালো পারসেপশন তৈরি হবে, বিশেষ করে যারা কোর্টে যাননি তাদের জন্য। আমি নিজে আইনজীবী। কিন্তু আইনজীবী মাত্রেই সর্বজ্ঞানী নয়। এর স্পেশালাইজেনও আলাদা আলাদা থাকে। সবার সব বিষয়ে দক্ষতা থাকেনা। আমারও সীমাবদ্ধতা থাকতে পারে, তার জন্য ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি অগ্রিম।

প্রথমত, একটি আরজিতে যেসব বিষয় থাকে তার একটি কাঠামো দাঁড় করানো দরকার। আরজি বোঝার সুবিধার্থে আমার প্রস্তাবিত কাঠামোটি নিম্নরূপ :

১. The Heading and Title [২৫ নং পৃষ্ঠায় প্রদত্ত চিত্রটি দেখে নিন এখুনি]
২. The Body [২৫ নং পৃষ্ঠার শেষে এবং ২৬ নং পৃষ্ঠায় প্রদত্ত চিত্রটি দেখে নিন এখুনি]
৩. The Relief [২৭ নং পৃষ্ঠায় প্রদত্ত চিত্রটি দেখে নিন এখুনি]
৪. The Footer [২৭ নং পৃষ্ঠায় প্রদত্ত চিত্রটি দেখে নিন এখুনি]

মূলত উপরোক্ত ৪টি অংশেই ভাগ করা যায় একটি আরজিকে। তবে, কয়েকদিন বাদেই যেহেতু ওকালতির গাউন পরার সুযোগ হয়ে যেতে পারে, সেজন্য আরেকটি অংশের সাথেও খানিকটা পরিচয় নিয়ে রাখুন; কেননা, আরজি পূর্ণাঙ্গ করার জন্য আরো কিছু উপকরণের প্রয়োজন পড়ে। সেগুলো কোর্টে যখন সত্যি সত্যি প্র্যাকটিসে নামবেন সেদিন এগুলো চেকলিস্ট আকারে কাজে দেবে। যাইহোক, সেটিকে নিচের ৫ নং পয়েন্ট আকারে বললাম। এর অন্তর্ভুক্ত হিসেবে আমি ওকালতনামা, কোর্ট ফি'র জন্য স্ট্যাম্প, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ফিরিস্তি ফরম ইত্যাদিকে অন্তর্ভুক্ত করেছি। যদিও পরীক্ষার জন্য এটি বিশেষ জরুরি নয়; জাস্ট ধারণা রাখার জন্য।

৫. The Other Essentials

পরের পৃষ্ঠায় উপরোক্ত বর্ণিত বিষয়গুলোর একটি ছক দেওয়া হলো। ছকের আরেকটি সুবিধার দিক হলো যথাসম্ভব বিভিন্ন অংশের আইনের রেফারেন্স দিয়েছি যেন চাইলে নিজেও সেগুলোর সাথে মিলিয়ে নিতে পারেন এবং তাতে মনে রাখতে বা বিষয়টিকে নিজের মতো করে আয়ত্বে নিতে সুবিধা হবে। [ছকটিতে পরিশিষ্ট বলতে দেওয়ানি কার্যবিধির প্রথম তফসিলের ক পরিশিষ্ট বোঝানো হয়েছে।]

ক্রম		মূল বিষয়বস্তু ও সেগুলোর বিস্তারিত	প্রাসঙ্গিক ধারা / আদেশ / পরিশিষ্ট
১.	The Heading and Title		
	১.১	আদালতের নাম	৭ আদেশ : বিধি ১(ক) + পরিশিষ্ট ক এর ১
	১.২	মামলার নম্বর	৪ আদেশ : বিধি ২
	১.৩	বাদী ও বিবাদীর পরিচয়ের বিস্তারিত	৭ আদেশ : বিধি ১(খ) ও ১(গ)
	১.৪	শিরোনামে মোকদ্দমার মূল বিষয়বস্তু [প্রার্থিত প্রধান প্রতিকার] ও তার মূল্যমান	পরিশিষ্ট ক এর সংখ্যা ৩ এর ১ নং ফরম
	১.৫	‘বাদী পক্ষের নিবেদন এই যে,’ দিয়ে শুরু করতে হবে	প্রচলিত ধরণ
২.	The Body		
	২.১	মামলার বিষয়বস্তু / ঘটনা ধারাবাহিকভাবে বর্ণনা করা	৬ আদেশ : বিধি ২
	২.২	মামলা উদ্ভবের কারণ ও দিন-তারিখ এবং প্রতিকার প্রার্থনার যৌক্তিকতা	৬ আদেশ : বিধি ২ + পরিশিষ্ট ক এর সংখ্যা ৩ এর ১ নং ফরমের ৪ নং ক্রমিক
	২.৩	সংশ্লিষ্ট আদালতের আদি [আর্থিক, আঞ্চলিক বা বিষয়বস্তুর এখতিয়ার] এখতিয়ারসমূহের বর্ণনা, তায়দাদ বর্ণনা ও কোর্ট ফি সম্পর্কে তথ্য	৭ আদেশ : বিধি ১(ঙ) + পরিশিষ্ট ক এর সংখ্যা ৩ এর ১ নং ফরমের ৫ নং ক্রমিক
৩.	The Relief		
	৩.১	প্রতিকার প্রার্থনা	৭ আদেশ : বিধি ১(চ) + পরিশিষ্ট ক এর সংখ্যা ৩ এর ১ নং ফরমের ৬ নং ক্রমিক
৪.	The Footer		
	৪.১	সাক্ষীর তালিকা / সম্পত্তির তফসিল	
	৪.২	সত্যপাঠ	আদেশ ৬ : বিধি ১৫
	৪.৩	বাদীর স্বাক্ষর	আদেশ ৬ : বিধি ১৪
৫.	The Other Essentials		
	৫.১	কোর্ট ফিস	দ্য কোর্ট ফিস অ্যাক্ট, ১৮৭০ অনুসারে
	৫.২	ওকালতনামা	আদেশ ৩ অনুসারে
	৫.৩	নিযুক্ত আইনজীবীর স্বাক্ষর	আদেশ ৬ : বিধি ১৪
	৫.৪	আরজির প্রতি পৃষ্ঠায় বাদীর স্বাক্ষর	প্রচলিত ধরণ
	৫.৫	ফিরিস্তি ফরম [মানে, আরজির বক্তব্যের সাথে আবশ্যিক সংযুক্ত কাগজপত্রের তালিকা]। [যদি প্রযোজ্য হয়]	আদেশ ৭ : বিধি ৯
	৫.৬	প্রসেস ফি [মানে, সমন পাঠানোর খরচ সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় স্ট্যাম্প এবং ডাক পাঠানো সংক্রান্ত উপকরণ]। এছাড়াও মোকদ্দমার ধরণভেদে আরো কিছু যুক্ত হতে পারে।	

আমরা পরের পৃষ্ঠা থেকে এবার বর্ণিত ছক অনুসারে একটি আরজির সরাসরি কপি থেকে বিষয়গুলো মিলিয়ে নেবো; তবে তা দুই দফায়। প্রথমে যে মূল ৪টি অংশের কথা বলা হয়েছে বা শিরোনাম দেওয়া হয়েছে সেগুলোকে একদফা দেখে নেবো। দ্বিতীয় দফায় উক্ত শিরোনামের অন্তর্ভুক্ত অংশগুলোকে ডিটেইলে চিনে নেবো।

বিশ টাকা বাংলাদেশ কোর্ট ফি

বিশ টাকা বাংলাদেশ কোর্ট ফি

বাংলাদেশ কোর্ট ফি দশ টাকা

এটি আরজি সম্পর্কিত The Other Essentials অন্যান্য আনুষঙ্গিক আবশ্যকীয় অংশ।

জেলা রাজশাহীর বিজ্ঞ তানোর থানা পারিবারিক জজ আদালত

মামলা নং- /২০১৫

বাদী	বনাম	বিবাদী
নাবালিকা মোসাঃ তাসলিমা খাতুন		মোঃ তোফাজ্জুল হক কারিকর @
পিতা- মোঃ তোফাজ্জুল হক কারিকর @		মোঃ তোফাজ্জুল হোসেন (২৪)
মোঃ তোফাজ্জুল হোসেন		পিতা- মৃতঃ সামান করিগর @
সাং- দেবীপুর, পোঃ লালপুর		সামান আলী
থানা- তানোর, জেলা- রাজশাহী।		সাং- যোগীশো
পক্ষে মাতা ও বর্তমান অভিভাবক-		পোঃ লালপুর
মোসাঃ হাসনেয়ারা বিবি @ হাসিনা বিবি		থানা- তানোর
পিতা- মৃতঃ নজর আলী দেওয়ান		জেলা- রাজশাহী।
সাং- দেবীপুর, পোঃ লালপুর		
থানা- তানোর, জেলা- রাজশাহী।		

নাবালিকার খোরপোষ বাবদ তায়দাদ = ২৪,০০০/- টাকা।

এটি আরজি ড্রাফটিং এর The Heading and Title অংশ।

বাদী পক্ষে নিবেদন এই যে, এই মামলার বাদী নাবালিকা মোসাঃ তাসলিমা খাতুন, জন্ম তারিখ- ০৮/১০/১৩ ইং বিবাদীর ঔরষজাত কন্যা। বিবাদীর সঙ্গে বাদী নাবালিকার মাতা মোসাঃ হাসনেয়ারা খাতুন @ হাসিনা বিবি এর সঙ্গে ইসলামী শরীয়াহ মোতাবেক গত ৩০/০৬/২০১২ ইং তারিখে বিবাহ হয়। উক্তরূপে বিবাহ অন্তে তাহাদের দাম্পত্য সম্পর্ক থাকাকালে বিবাদীর ঔরষে গত ০৮/১০/১৩ ইং তারিখে অত্র মামলার বাদী নাবালিকার জন্ম হয়। কিন্তু দূর্ভাগ্যজনকভাবে ইতিপূর্বেই বাদীর পিতামাতার মধ্যে সাংসারিক ও ব্যক্তিগত মনোমালিন্যের কারণে গত ১৯/১০/১৪ ইং তারিখে আপোষে বিবাহ বিচ্ছেদ হয়। উক্ত বিবাহ বিচ্ছেদকালীন সময়ে স্থানীয় সামাজিক প্রধানদের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত হয় যে, নাবালিকা বাদী বাস্তব এবং আইনসঙ্গত কারণে বাদীর মাতার তত্ত্বাবধানে থাকিবে এবং বিবাদী যথারীতি প্রতি মাসে বাদীর খোরপোষ বাবদ ৫ বছর বয়স অবধি ২,০০০/- টাকা, ৬ বৎসর থেকে ১০ বছর অবধি ২,৫০০/- টাকা হারে এবং ১০ বছর অন্তে তার বিবাহ না হওয়া কালতক মাসিক ৩,০০০/- টাকা বাই পোষ্ট বা নগদে বাদীর মায়ের নিকট খোরপোষ বাবদ প্রদান করিয়া তাহার প্রাপ্তি স্বীকার লইবে। কিন্তু

এটি আরজির ড্রাফটিং এর The Body অংশের শুরু।

[৫.১ নং এন্ট্রি অনুসারে] এখানে আইন মোতাবেক নির্ধারিত বা প্রয়োজনীয় অ্যাডভেলোরেম ফিস এর স্ট্যাম্প যুক্ত করতে হয়। এটি নির্ধারিত হয় মোকদ্দমার প্রকার অথবা মোকদ্দমার বিরোধীয় বিষয়বস্তুর মূল্যের ওপর। সংশ্লিষ্ট আইন কোর্ট ফিস এ্যাক্ট, ১৮৮৭ আইন অনুসারে।

[৫.৪ নং এন্ট্রি অনুসারে] এখানে বাদীকে একটি স্বাক্ষর করতে হয়। এই স্বাক্ষরটি কখনো কখনো মূল আরজির প্রতি পৃষ্ঠায় এরকম লম্বালম্বিভাবেই সাধারণত করা হয়।এর কথা কার্যবিধির ৬ আদেশের ১৪ বিধিতে বলা আছে।

[৫.৩ নং এন্ট্রি অনুসারে] এখানে দাখিলকারক আইনজীবীর নাম-পরিচয় ও স্বাক্ষর এবং সিল থাকে। এর কথা কার্যবিধির ৬ আদেশের ১৪ বিধিতে বলা আছে।

[১.১ নং এন্ট্রি অনুসারে] এখানে আদালতের নাম থাকে। এখানে আদালতের নাম লেখার সময় কোথাও এভাবে লেখা হয় – 'মোকাম : জেলা ঢাকার বিজ্ঞ সহকারী জজ (১) এর আদালত' প্রদর্শিত আরজিতে লেখা আছে এরূপে – 'জেলা রাজশাহীর বিজ্ঞ তানোর থানা পারিবারিক জজ আদালত'।

[১.২ নং এন্ট্রি অনুসারে] এখানে থাকে মোকদ্দমার নম্বর। এই নম্বর সম্পর্কে বলা আছে ৪ নং আদেশের ২ বিধিতে। সেখানে দেওয়ানি মোকদ্দমার রেজিস্টার সম্পর্কে বলতে গিয়ে এই নম্বরের কথা বলা হয়েছে।

এখানে খেয়াল করুন যে, মোকদ্দমার কোনো নম্বর দেখা যাচ্ছে না। কেননা, আরজি প্রস্তুত হবার পর সংশ্লিষ্ট আদালতের সেরেস্তাদারের কাছে এটি জমা দিলে তিনি এটির সমস্ত কিছু চেক করে নিয়ে উক্ত সিভিল রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করেন এবং তখন নম্বরটি প্রদত্ত হয়।

ফলে, পরীক্ষায় যখন একটি আরজির মুসাবিদা করতে দেবে, তখন মূল নম্বরটির ঘর ফাঁকা রেখে শুধু সালটি লিখবেন, মানে প্রদত্ত নমুনায় যেভাবে লেখা আছে সেভাবে। কিন্তু, জবাব প্রদানের সময় অবশ্যই মোকদ্দমার নম্বরটি পরিপূর্ণভাবেই লিখে দিতে হবে; প্রশ্নের ধরণ অনুসারে সেটি কল্পিত হতে পারে, তাতে কোনো সমস্যা নেই।

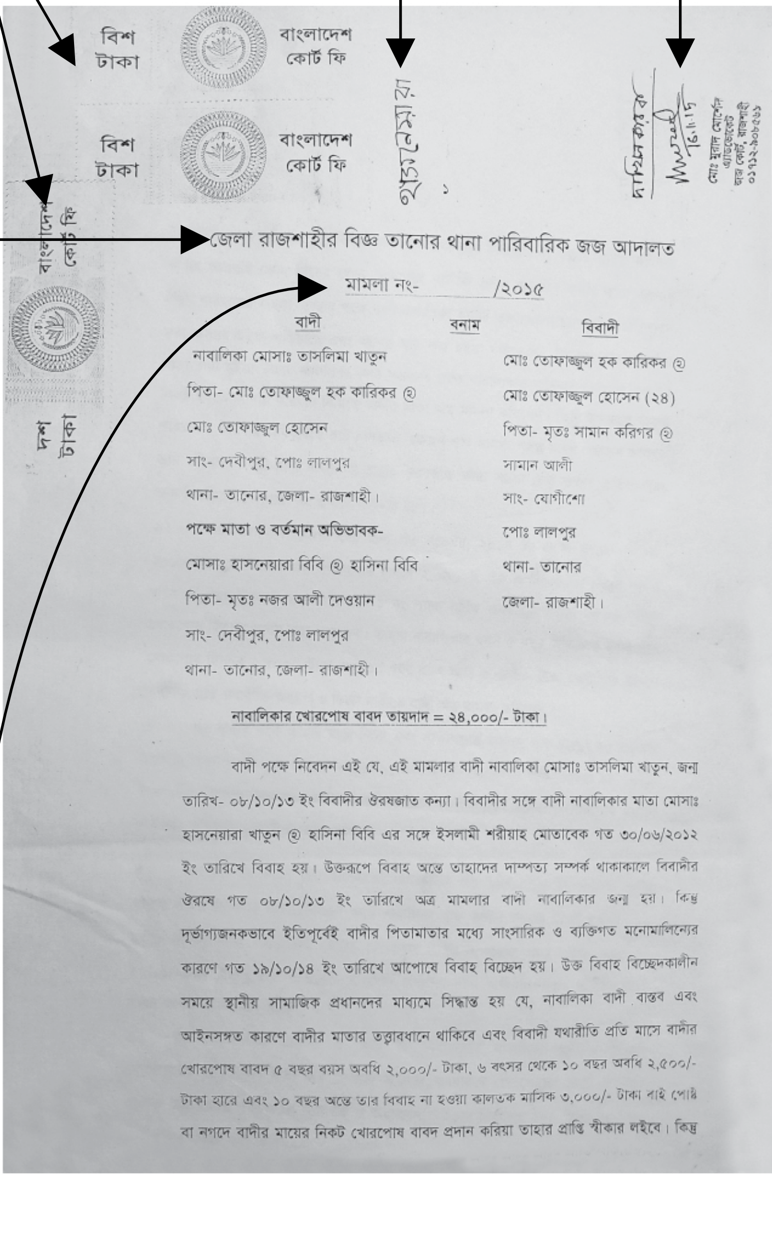
বিশ টাকা বাংলাদেশ কোর্ট ফি

বিশ টাকা বাংলাদেশ কোর্ট ফি

বাংলাদেশ কোর্ট ফি দশ টাকা

দাখিলকারক

জেলা রাজশাহীর বিজ্ঞ তানোর থানা পারিবারিক জজ আদালত

মামলা নং-   /২০১৫

বাদী	বনাম	বিবাদী
নাবালিকা মোসাঃ তাসলিমা খাতুন		মোঃ তোফাজ্জুল হক কারিকর @
পিতা- মোঃ তোফাজ্জুল হক কারিকর @		মোঃ তোফাজ্জুল হোসেন (২৪)
মোঃ তোফাজ্জুল হোসেন		পিতা- মৃতঃ সামান করিগর @
সাং- দেবীপুর, পোঃ লালপুর		সামান আলী
থানা- তানোর, জেলা- রাজশাহী।		সাং- যোগীশো
পক্ষে মাতা ও বর্তমান অভিভাবক-		পোঃ লালপুর
মোসাঃ হাসনেয়ারা বিবি @ হাসিনা বিবি		থানা- তানোর
পিতা- মৃতঃ নজর আলী দেওয়ান		জেলা- রাজশাহী।
সাং- দেবীপুর, পোঃ লালপুর		
থানা- তানোর, জেলা- রাজশাহী।		

নাবালিকার খোরপোষ বাবদ তায়দাদ = ২৪,০০০/- টাকা।

বাদী পক্ষে নিবেদন এই যে, এই মামলার বাদী নাবালিকা মোসাঃ তাসলিমা খাতুন, জন্ম তারিখ- ০৮/১০/১৩ ইং বিবাদীর ঔরষজাত কন্যা। বিবাদীর সঙ্গে বাদী নাবালিকার মাতা মোসাঃ হাসনেয়ারা খাতুন @ হাসিনা বিবি এর সঙ্গে ইসলামী শরীয়াহ মোতাবেক গত ৩০/০৬/২০১২ ইং তারিখে বিবাহ হয়। উক্তরূপে বিবাহ অন্তে তাহাদের দাম্পত্য সম্পর্ক থাকাকালে বিবাদীর ঔরষে গত ০৮/১০/১৩ ইং তারিখে অত্র মামলার বাদী নাবালিকার জন্ম হয়। কিন্তু দূর্ভাগ্যজনকভাবে ইতিপূর্বেই বাদীর পিতামাতার মধ্যে সাংসারিক ও ব্যক্তিগত মনোমালিন্যের কারণে গত ১৯/১০/১৪ ইং তারিখে আপোষে বিবাহ বিচ্ছেদ হয়। উক্ত বিবাহ বিচ্ছেদকালীন সময়ে স্থানীয় সামাজিক প্রধানদের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত হয় যে, নাবালিকা বাদী বাস্তব এবং আইনসঙ্গত কারণে বাদীর মাতার তত্ত্বাবধানে থাকিবে এবং বিবাদী যথারীতি প্রতি মাসে বাদীর খোরপোষ বাবদ ৫ বছর বয়স অবধি ২,০০০/- টাকা, ৬ বৎসর থেকে ১০ বছর অবধি ২,৫০০/- টাকা হারে এবং ১০ বছর অন্তে তার বিবাহ না হওয়া কালতক মাসিক ৩,০০০/- টাকা বাই পোষ্ট বা নগদে বাদীর মায়ের নিকট খোরপোষ বাবদ প্রদান করিয়া তাহার প্রাপ্তি স্বীকার লইবে। কিন্তু

কোর্স শুরুর পৃষ্ঠায় সাজেশন সম্পর্কে মন্তব্য আছে এখানে

দণ্ডবিধি

দণ্ডবিধির সাজেশন সম্পর্কে আমাদের বিবেচনাসমূহ

দণ্ডবিধির সাজেশনটি একদিক থেকে ছোট, কেননা, বিগত সালে এখান থেকে আসা প্রশ্নগুলো মূলত মাত্র ৬টি টপিক থেকে ঘুরেফিরে এসেছে।

১. ২৯৯ ও ৩০০ ধারা
২. আত্মরক্ষার অধিকার
৩. চুরি, ডাকাতি ইত্যাদি
৪. অপরাধমূলক বিশ্বাসভঙ্গ ও প্রতারণা
৫. অ্যাবেটমেন্ট
৬. সাধারণ অভিপ্রায়

এর ভেতরে শেষের দুইটি ২০১৭ সালে এসেছিলো বলে অনেকেই বাদ দিয়ে পড়েন। ফলে, প্রথাগত সাজেশনের টপিক মূলত ৪টি। তবে, সাজেশনটি আরেক অর্থে যতোটা ছোট দেখায় ততোটা নয়। কেননা, উপরোক্ত প্রথম ৪টি টপিকের প্রশ্নের নানারকম ভ্যারিয়েশন হতে পারে। যেমন, আত্মরক্ষার উদাহরণ থেকে প্রশ্ন দিতে পারে, আবার আত্মরক্ষার অধিকার সংক্রান্ত মূল ধারণা যার অন্তর্গত, যেমন, দণ্ডবিধির সাধারণ ব্যতিক্রম থেকে প্রশ্ন আসতে পারে – ফলে এই টপিকের যা যা প্রশ্নের ভ্যারিয়েশন হতে পারে তার পুরোটাই পড়ে যেতে পারে। ফলে, জুডিসিয়ারির প্রশ্নগুলোও কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমরা বিবেচনায় নিয়ে উত্তর করে দিয়েছি আপনাদের জন্য।

ফলে, অতি সংক্ষেপে কথা এই যে, নিচের ছকে গুরুত্ব নির্ধারণ অনুসারে পড়ে যাবেন।

১. সাধারণ ব্যতিক্রম ও আত্মরক্ষা অংশে	১ নং প্রশ্ন ***** + ৫ নং প্রশ্ন **** + ২ নং প্রশ্ন ****
২. ২৯৯ ও ৩০০ ধারার অংশে	৯ নং প্রশ্ন ***** + ১২ নং প্রশ্নের খ অংশ **** + ১৩ নং প্রশ্ন ****
৩. প্রতারণা ও অপরাধমূলক বিশ্বাসভঙ্গ অংশে	১৪ নং প্রশ্ন *****
৪. অ্যাবেটমেন্ট অংশে	১৭ নং প্রশ্নের ক এবং ঙ নং অংশ *****
৫. চুরি ও ডাকাতির অংশে	৬ নং প্রশ্ন ***** + ৮ নং প্রশ্ন

আমরা ২০১৭ সালে [মানে ঠিক বিগত পরীক্ষায়] সাধারণ অভিপ্রায় এবং অ্যাবেটমেন্ট এর প্রশ্নসমূহ এবং টীকাসহ মোট ১৮টি প্রশ্ন দিয়েছি। তার ভেতরে থেকে উপরোক্ত ছকে থাকা দশটি প্রশ্ন পড়লেই চলে। যারা আরো কম প্রস্তুতি নিতে চান তারা স্রেফ ২০১৫ সালে আসা অংশের মূল প্রশ্ন এবং ভ্যারিয়েশনটুকু পড়ে গেলেও চলে বলে আমার ধারণা [৯, ১২, ১৩ এবং ১৪ নং প্রশ্ন]। কিন্তু, এবারের লিখিত পরীক্ষায় কোনো পূর্বানুমানের পক্ষপাতী নই আমরা। পরে আমাদের দুষবেন না। বিবেচনা আপনার।

দণ্ডবিধিতে যেমন প্রশ্নের ভ্যারিয়েশন আছে, তেমনি কিন্তু অন্য কোর্সে টপিক অনুসারে টপিকভিত্তিক ভ্যারিয়েশন কম বা নেই বললেই চলে। ফলে, দণ্ডবিধির টপিক কম ভেবে শুধুই সিলেক্টিভ প্রশ্নের প্রস্তুতি নেওয়া রিস্ক বলে মনে করি আমরা। সামান্য মনোযোগ দিলেই বুঝতে পারবেন যে, ভ্যারিয়েশন টাইপ যে প্রশ্নগুলো আছে সেগুলোর মূল ধারা ভালোভাবে আত্মস্থ করলে সেগুলো পানির মতো সহজ হয়ে যাবে। শুধু দরকার সামান্য মেহনত। প্রয়োজনে আমাদেরকে ফোন দিতে পারেন কোনো কিছু না বুঝলে বা জটিল কোনো প্রশ্নের উদ্ভব হলে। আমরা আপনারই সাফল্যের অপেক্ষায় আছি শুধু।

টপিকভেদে প্রশ্নগুলোর বিভক্ত করা হয়েছে এবং মূল ধারাগুলো যুক্ত করা আছে বইয়ে নিম্নোক্তভাবে এবং তারওপরে প্রশ্ন ও উত্তর রয়েছে।

টপিক

চুরি, বলপূর্বক গ্রহণ, দস্যুতা ও ডাকাতি প্রসঙ্গ

বিগত সালের প্রশ্নসমূহ

প্রশ্ন নং : ৬

১. চুরি, বলপূর্বক আদায়, দস্যুতা ও ডাকাতির সংজ্ঞা কী? চুরি ও বলপূর্বক আদায় এবং দস্যুতা ও ডাকাতির মধ্যে পার্থক্য উদাহরণসহ আলোচনা করুন। [Define theft, extortion, robbery and dacoity. Distinguish theft from extortion and robbery from dacoity with examples.] [বার : ২০১১ + বার : ২০০৮, ফেব্রুয়ারি + বার : ২০০৬, ফেব্রুয়ারি + বার : ২০০৩]

প্রশ্ন নং : ৭

টীকা লিখুন : [বার : ২০১০ + বার : ২০০৯]

ক. চুরি

খ. ডাকাতি

প্রশ্ন নং : ৮

কয়েকজন ডাকাত 'ক' এর বাড়িতে ডাকাতি করে, সে সময় 'ক' বাধা দিলে 'খ' ব্যতীত অন্য ডাকাতগণ 'ক' কে হত্যা করতে উদ্যত হয়। 'খ' তাদেরকে নিষেধ করে। কিন্তু অন্য ডাকাতগণ শেষ পর্যন্ত 'ক' কে হত্যা করে। এক্ষেত্রে 'খ' এর শাস্তি হবে কি? সংশ্লিষ্ট বিধান উল্লেখপূর্বক যুক্তিসহ উত্তর দিন। [জুডি. : ২০১০]

সংশ্লিষ্ট মূল ধারাসমূহ

চুরি, ডাকাতি ইত্যাদি

ধারা ৩৭৮ : চুরি [Theft] **:** কোনো ব্যক্তি যদি কারো দখল হতে **তার সম্মতি ব্যতীত** কোনো অস্থাবর সম্পত্তি **অসাধুভাবে গ্রহণ করার উদ্দেশ্য নিয়ে** উক্ত সম্পত্তি অনুরূপভাবে **গ্রহণের জন্য স্থানান্তর করে,** তবে উক্ত ব্যক্তি চুরি করেছে বলে গণ্য হবে [Whoever, intending to take dishonestly any movable property out of the possession of any person without that person's consent, moves that property in order to such taking, is said to commit theft.] ।

ব্যাখ্যা ১ : কোনো বস্তু যতক্ষণ পর্যন্ত অস্থাবর সম্পত্তি না হওয়া বিধায় মাটির সাথে যুক্ত থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত উহা চুরি করার বস্তু বলে গণ্য হবে না, কিন্তু **যে মুহূর্তে উহাকে মাটি হতে বিচ্ছিন্ন করা হয় সে মুহূর্তেই উহা চুরি করার বস্তু হওয়ার যোগ্য গণ্য হবে** [A thing so long as it is attached to the earth, not being moveable property, is not the subject of theft; but it becomes capable of being the subject of theft as soon as it is severed from the earth.] ।

ব্যাখ্যা ২ : যে কাজ কর্তৃক (মাটি হতে) বিচ্ছিন্নতা সাধন করা হয়, সে কাজ দ্বারাই স্থানান্তর করা হলে তা চুরি হতে পারে [A moving effected by the same act which effects the severance may be a theft.] ।

ব্যাখ্যা ৩ : কোনো ব্যক্তি কোনো বস্তুর গতির প্রতিবন্ধক অপসারণ করলে বা উহাকে অপর কোনো বস্তু হতে বিচ্ছিন্ন করলে এবং বাস্তবিকভাবে উহা স্থানান্তর করলে উক্ত বস্তু স্থানান্তর করে বলে পরিগণিত হবে [A person is said to cause a thing to move by removing an obstacle which prevented it from moving or by separating it from any other thing, as well as by actually moving it.]|

ব্যাখ্যা ৪ : কোনো ব্যক্তি যেকোনো উপায়ে **কোনো পশুকে হাঁটায়, সে লোক সে পশুকে এবং অনুরূপভাবে সৃষ্ট গতির ফলে উক্ত পশু দ্বারা স্থানান্তরিত প্রত্যেক বস্তুকে স্থানান্তর করে বলে গণ্য হবে** [A person, who by any means causes an animal to move, is said to move that animal, and to move everything which, in consequence of the motion so caused, is moved by that animal.]|

ব্যাখ্যা ৫ : সংজ্ঞায় উল্লিখিত সম্মতি প্রকাশ্য অথবা পরোক্ষ হতে পারে এবং উক্ত সম্মতি দখলকারী ব্যক্তি বা উক্ত উদ্দেশ্য প্রকাশ্য বা পরোক্ষ ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তির দ্বারা প্রদত্ত হতে পারে [The consent mentioned in the definition may be express or implied, and may be given either by the person in possession, or by any person having for that purpose authority either express or implied.]|

উদাহরণসমূহ [Illustrations] **:**

(ক) ক গ-এর জমিতে একটি গাছ কেটে ফেলে। তার উদ্দেশ্য, সে গ-এর জমি হতে গ-এর সম্মতি ব্যতীত গাছটি অসাধুভাবে নিয়ে যাবে। এইক্ষেত্রে যে মুহূর্তে ক গাছটি নিয়ে যাবার উদ্দেশ্যে কেটেছে সে মুহূর্তে চুরি সংঘটিত হয়েছে। [(a) A cuts down a tree on Z's ground, with the intention of dishonestly taking the tree out of Z's possession without Z's consent. Here, as soon as A has severed the tree in order to such taking, he has committed theft.]

(খ) ক তার পকেটে একটি কুকুরের টোপ রাখে এবং তার ফলে গ-এর কুকুর তাকে অনুসরণ করতে থাকে। এক্ষেত্রে ক-এর

ফৌজদারি কার্যবিধি থেকে একটি উত্তরের নমুনা এখানে দিলাম। এই বইয়ে প্রতিটি উত্তরের পরে উত্তর লেখা সম্পর্কে নির্দেশনা আছে যা ছাত্রদের কাজে দেবে আশা করি।

প্রশ্ন নং : ১০

কি কি কারণে বাংলাদেশে সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ ফৌজদারি মামলা এক আদালত হইতে অন্য আদালতে স্থানান্তর করিতে পারেন? দায়রা জজও কি একই ক্ষমতার অধিকারী? সংশ্লিষ্ট আইনের ধারা উল্লেখপূর্বক উত্তর দিন। [বার : ২০০৯]

১০ নং প্রশ্নের উত্তর

পদ্ধতিগত অথবা ন্যায়বিচারের স্বার্থে ফৌজদারি কার্যবিধিতে মামলা স্থানান্তর সংক্রান্ত বেশ কিছু বিধিবিধান রয়েছে। যেমন,

১. আমলী আদালত থেকে বিচারের জন্য স্থানান্তর, যেমন, কার্যবিধির ১৯১, ১৯২, ২০৫গ ইত্যাদি ধারায় উল্লেখিত ধরনের স্থানান্তর।
২. দণ্ডাদেশের জন্য সংশ্লিষ্ট আদালতে স্থানান্তর, যেমন, ৩৪৯ ধারায়।
৩. কোনো বিচারাধীন মামলা আপিল বিভাগ, হাইকোর্ট অথবা দায়রা জজ কর্তৃক স্থানান্তর, যেমন, ৫২৫ক, ৫২৬, ৫২৬খ ইত্যাদি ধারার বিধান অনুসারে।

প্রশ্নে উল্লেখিত বিষয়টি আলোচনায় উপরের ৩ নং প্রকারটি প্রাসঙ্গিক। ফৌজদারি কার্যবিধির ৪৪ তম অধ্যায়ে 'ফৌজদারি মামলা স্থানান্তর' শিরোনামে ৫২৫ক থেকে ৫২৮ ধারা পর্যন্ত এ সংক্রান্তে আলোচনা বিস্তৃত রয়েছে। এ অধ্যায়ের ধারা ৫২৫ক, ৫২৬, ৫২৬খ যথাক্রমে আপিল বিভাগ, হাইকোর্ট বিভাগ এবং দায়রা জজ কর্তৃক মামলা স্থানান্তরের ক্ষমতা বর্ণনা করেছে।

<u>হাইকোর্ট বিভাগের ফৌজদারি মামলা স্থানান্তর সম্পর্কে</u>

হাইকোর্ট বিভাগ কর্তৃক মামলা স্থানান্তরের ক্ষমতা সম্পর্কে অনেক বিস্তৃত বর্ণনা রয়েছে ৫২৬ ধারায়। এই ধারার বিধানবলে হাইকোর্ট বিভাগ তার অধস্তন যেকোনো আদালত থেকে মামলা তুলে এনে স্বয়ং বিচার করতে পারেন অথবা বিচারের জন্য অধস্তন অন্য কোনো আদালতে স্থানান্তর করতে পারেন। এটির ৩ উপধারামতে এই স্থানান্তর মূলত তিনভাবে হতে পারে, যথা –

ক. অধস্তন আদালতের রিপোর্ট অনুসারে, অথবা
খ. স্বার্থসংশ্লিষ্ট সংক্ষুব্ধ পক্ষের আবেদনক্রমে, তবে এক্ষেত্রে বিশেষ শর্ত রয়েছে যে দায়রা জজের নিকট করা এরূপ স্থানান্তরের দরখাস্ত প্রত্যাখ্যাত হলেই মাত্র হাইকোর্টে বিভাগে স্থানান্তরের দরখাস্ত করা যাবে পক্ষগণ কর্তৃক; অথবা
গ. হাইকোর্ট বিভাগ কর্তৃক স্বতঃপ্রবৃত্ত [suo moto] হয়ে স্থানান্তর।

হাইকোর্ট বিভাগের মামলা স্থানান্তর সংশ্লিষ্ট ৫২৬ ধারাটির বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, নিম্নোক্ত কারণে হাইকোর্ট বিভাগ অধস্তন আদালতের ফৌজদারি মামলা এক আদালত থেকে অন্য আদালতে স্থানান্তর করতে পারেন।

যদি হাইকোর্ট বিভাগের নিকট প্রতীয়মান হয় যে,

১. হাইকোর্ট বিভাগের অধঃস্তন কোনো আদালতে যদি নিরপেক্ষ ও ন্যায়সঙ্গত অনুসন্ধান বা বিচার পাওয়া যাবে না।
২. কিছু বিশেষ জটিল আইনী প্রশ্নের উদ্ভব হবার সম্ভাবনা রয়েছে।

৩. যে স্থানে অপরাধ সংঘটিত হয়েছে তা পরিদর্শন করা প্রয়োজন এবং তা কোনো আদালতের জন্য সুবিধাজনক।

৪. স্থানান্তরের ফলে পক্ষসমূহ বা সাক্ষীগণের এর সুবিধা হবে।

৫. ন্যায়বিচারের স্বার্থে কার্যবিধির অধীন কোনো আদেশ দেওয়া প্রয়োজন হয়।

উপরোক্ত ৫টি কারণের ভিত্তিতে যেসকল আদেশ প্রদান করতে পারবেন সে বিষয়েও ৪টি ক্ষেত্র সুনির্দিষ্ট করা আছে উক্ত ৫২৬ক এর ১ উপধারাতেই। সেগুলো হলো –

১. কোনো অপরাধের অনুসন্ধান বা বিচার এমন কোনো আদালতে করার নির্দেশ দেওয়া হবে, যে আদালত কার্যবিধির ১৭৭ থেকে ১৮৪ ধারা (উভয় ধারাসমেত) অনুসারে ক্ষমতাবান না হলেও অন্য কোনোভাবে উক্ত অপরাধের তদন্ত ও বিচার করতে সক্ষম।

২. কোনো নির্দিষ্ট মামলা বা আপিল অথবা কোনো বিশেষ শ্রেণির মামলা বা আপিল হাইকোর্ট বিভাগের অধীন ফৌজদারি আদালতের সম বা তদাপেক্ষা উর্ধ্বতন এখতিয়ারের অন্য কোনো ফৌজদারি আদালতে স্থানান্তর করার আদেশ।

৩. কোনো নির্দিষ্ট মামলা বা আপিল হাইকোর্ট বিভাগ নিজেই বিচারের জন্য নেবার জন্য আদেশ দিতে পারেন।

৪. বিচারের জন্য কোনো আসামিকে হাইকোর্ট বিভাগে বা দায়রা বিভাগে প্রেরণ করার আদেশ।

উপরে বর্ণিত কারণ ও পরিস্থিতিতে ফৌজদারি মামলা স্থানান্তরের সঙ্গত আদেশ দিতে পারেন বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ। তবে সংশ্লিষ্ট ধারাটির (৪) হতে (১০) উপধারাতে এর অন্যান্য বিস্তারিত শর্তাসমূহ বর্ণনা করা আছে।

<u>দায়রা জজ এর মামলা স্থানান্তরের ক্ষমতা সম্পর্কে</u>

প্রশ্নে জিজ্ঞাসিত হয়েছে যে, দায়রা জজও একই ক্ষমতার অধিকারী কিনা। বস্তুত, দায়রা জজও একই ক্ষমতার অধিকারী। দায়রা জজের মামলা স্থানান্তর ক্ষমতা সংক্রান্ত ৫২৬খ ধারাটি বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, দায়রা জজ বস্তুত হাইকোর্টের মামলার স্থানান্তর ক্ষমতার প্রধান শর্তগুলো মেনে চলেন, যা কিনা ধারাটির ৫২৬খ ধারার ৩ উপধারাটিতে নির্দিষ্টভাবে বলা আছে।

সেখানে বলা হয়েছে যে, ৫২৬ ধারা (৪) হতে (১০) উপধারা [উভয় উপধারাসমেত] মতে দায়রা জজের নিকট আবেদন করার ব্যাপারে ৫২৬ ধারার (১) উপধারা মতে হাইকোর্ট বিভাগের নিকট আবেদন করার পদ্ধতিই প্রযোজ্য হবে।

উপরন্তু, ৫২৬খ ধারাটির ১ ও ২ নং উপধারাটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, হাইকোর্টের মতোই একইরকমভাবে তিন প্রকারে স্থানান্তর হতে পারে। যথা –

১. সংক্ষুব্ধ পক্ষের আবেদনক্রমে, অথবা

২. অধস্তন আদালতের রিপোর্টের ভিত্তিতে, অথবা

৩. দায়রা জজ কর্তৃক স্বতঃপ্রবৃত্ত [suo moto] হয়ে স্থানান্তর।

ফলে, ৫২৬খ ধারাটি বিশ্লেষণে স্পষ্টতই দেখা যায় যে, হাইকোর্টের সমস্ত ক্ষমতাই দায়রা জজ প্রয়োগ করতে পারেন।

এই প্রশ্ন ও উত্তর সম্পর্কে নির্দেশনা

১. এই প্রশ্নে ৬০১টি শব্দ আছে। একেবারে পারফেক্ট আছে; এটির উত্তর লিখে সময় বাঁচানোও সম্ভব।

২. মনোযোগ দিয়ে ফৌজদারি কার্যবিধির মূল ধারাগুলোর পাঠ অবশ্যই সেরে নেবেন এবং এই উত্তরের প্রতিটি শব্দের সাথে ব্যাপারটা বুঝে বুঝে মিলিয়ে নেবেন। তাহলে না বুঝে এই সহজ উত্তরটি মুখস্থ করার কসরৎ করতে হবে না। বোঝাবুঝির সুবিধা করে দেই খানিক।

   ক. পরপর তিনটি ধারা –

   - ৫২৫ক ধারা : আপিল বিভাগের মামলা ও আপিল স্থানান্তরের ক্ষমতা
   - ৫২৬ ধারা : হাইকোর্ট বিভাগের মামলা ও আপিল স্থানান্তর করার ক্ষমতা
   - ৫২৬খ ধারা : দায়রা জজের মামলা মামলা ও আপিল স্থানান্তর করার ক্ষমতা

   খ. ফৌজদারি রিভিশন ক্ষমতা চর্চার ধারা দুইটিতে [৪৩৯ ও ৪৩৯ক] খেয়াল করেছেন নিশ্চয়ই যে, সেখানে হাইকোর্টের সব ক্ষমতাই দায়রা জজ প্রয়োগ করতে পারেন। মামলা স্থানান্তরের ক্ষেত্রেও সেই একই ধরনের ব্যাপার রয়েছে, তথা, দায়রা জজ মামলা স্থানান্তরের ক্ষেত্রে হাইকোর্টের সমস্ত ক্ষমতাই প্রয়োগ করে থাকেন, যা কিনা ৫২৬খ ধারাতে স্পষ্ট তথ্য আকারেই নির্দিষ্ট করা আছে।

   গ. ৫২৬ ধারাটিতে ভালো করে লক্ষ্য করবেন যে, ধারাটির ১ উপধারায় দুইটি অংশ আছে। যথা – প্রথম অংশে বলা আছে কোন কোন কারণগুলোর ওপর ভিত্তি করে হাইকোর্ট বিভাগ মামলা স্থানান্তরে প্রবৃত্ত হতে পারেন [ক থেকে ঙ পর্যন্ত]।

   দ্বিতীয় অংশে বলা আছে যে, উক্ত ৫টি কারণে প্রবৃত্ত হলে কেমনতরভাবে স্থানান্তরের আদেশ দিতে পারেন; এবং এক্ষেত্রে চারটি প্রকারের উল্লেখ আছে (১ থেকে ৪ পর্যন্ত)।

   আরো লক্ষ্য করবেন যে, এর ৩ উপধারাতে কাদের দ্বারা আবেদনকৃত হতে পারে এই স্থানান্তরের ক্ষেত্রে।

   উপরোক্ত তিনটি অংশ দিয়েই হাইকোর্ট বিভাগের স্থানান্তর ক্ষমতার বর্ণনা আমরা উত্তরে দিয়েছি এবং এটুকুই প্রাসঙ্গিক এই উত্তরের জন্য।

   আরো লক্ষ্যণীয় যে, ৪ থেকে ১০ উপধারায় স্থানান্তর সংক্রান্ত নানারকম সম্ভাব্য ফলাফলগুলো সম্পর্কে বিধিবিধান ও শর্তসমূহ আছে। আবার, ২ উপধারায় হাইকোর্ট কীভাবে তার এখতিয়ার চর্চা করবেন সেটা বলা আছে – এটিও একটি শর্ত। এই বিষয়গুলো [৪-১০ উপধারাসমূহ] আমাদের উত্তরের জন্য প্রাসঙ্গিক নয়; কিন্তু পড়ে নিয়ে ধারণাগুলো যথাযথভাবে রাখবেন।

   ঘ. ৫২৬ ধারাটি বুঝে থাকলে ৫২৬খ ধারাটি নিয়ে বিস্তারিত পাঠ নির্দেশনার কোনো প্রয়োজন নেই। আলোচ্য প্রশ্নটির উত্তরে থাকা টেক্সট টুকুন ভালো করে পড়ুন ধারার সাথে মিলিয়ে; তাহলেই চলবে।

৩. কোনো কোনো লেখককে দেখলাম যে, 'নির্দিষ্ট'কে 'বিশেষ' বলে অভিহিত করেছেন যা একদমই ঠিক নয়। এই উত্তরে প্রতিটি শব্দ একাধিকবার চেক করে ফাইনাল করা হয়েছে। পুরো আত্মবিশ্বাসের সাথে কোনো শব্দে হেরফের না করে লিখবেন।

৪. আর কিছু? নাহ, থাক। হ্যাপি রিডিং!! :)

প্রশ্ন নং : ৭

কোন কোন ক্ষেত্রে আদালত চুক্তিপ্রবলের মোকদ্দমায় ডিক্রী প্রদান করিবেন? বিস্তারিত আলোচনা করুন। [বার : ২০০৮, অগাস্ট]

৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ইক্যুইটির অন্যতম নীতি হলো – 'Equity will not suffer a wrong to be without remedy', তথা প্রতিকারবিহীন ক্ষতি থাকতে পারে না। সুনির্দিষ্ট প্রতিকার আইন, ১৮৭৭ এ চুক্তির সুনির্দিষ্ট কার্যসম্পাদন বা বলবৎযোগ্যতা সম্পর্কিত ধারাগুলোতে মূলত এই নীতির প্রতিফলন দেখা যায়। চুক্তিসমূহ সুনির্দিষ্টভাবে বলবৎ করা বা না করার প্রসঙ্গটি সুনির্দিষ্ট প্রতিকার আইন, ১৮৭৭ এ ১২, ২১ এবং ২১ক ধারায় প্রধানত আলোচিত হয়েছে, যদিও এই অধ্যায়ের আলোচনার বিস্তৃতি মূলত ১২ থেকে ৩০ ধারা পর্যন্ত। এটি দ্বিতীয় অধ্যায়ের অংশ যার মূল শিরোনাম 'চুক্তিসমূহের সুনির্দিষ্ট বলবৎকরণ প্রসঙ্গে' বা Of the specific performance of contracts।

চুক্তি প্রবল বলতে চুক্তির শর্ত অনুসারে দায়িত্ব পালন বা কোনো কাজ সম্পন্ন করাকে বোঝায়। সাধারণভাবে কোনো চুক্তিভঙ্গ হলে প্রতিকার হিসেবে ক্ষতিপূরণ দাবি করা যায়। কিন্তু অনেক ধরনের চুক্তি আছে যেখানে ক্ষতিপূরণের মাধ্যমে প্রতিকার পাওয়া সম্ভব হয় না বা তা পর্যাপ্ত হয় না। ফলত, ন্যায়বিচারও নিশ্চিত হয়না। ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার জন্যই চুক্তিপ্রবল ধারণাটির উদ্ভব।

প্রশ্নে জিজ্ঞাসিত 'চুক্তিপ্রবল' শব্দটি প্রকৃতপক্ষে ইংরেজি 'Specific performance of contract' শব্দবন্ধের অনুবাদ হিসেবে বাংলায় ব্যবহৃত হয়। এই 'Specific performance of contract' তথা চুক্তি প্রবলের কথা সুনির্দিষ্ট প্রতিকার আইনের ১২ ধারায় বলা আছে। উক্ত ১২ ধারায় যে ৪টি ক্ষেত্রের উল্লেখ আছে, সেই ৪টি ক্ষেত্রেই আদালত চুক্তিপ্রবলের মোকদ্দমায় ডিক্রি প্রদান করতে পারবেন। উক্ত ৪টি ক্ষেত্র সংক্ষেপে নিম্নরূপ –

১. যখন চুক্তিভুক্ত কাজ সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে কোনো জিম্মা বা ট্রাস্টের অন্তর্ভুক্ত।
২. যখন চুক্তিভুক্ত কাজের সম্পাদন না হলে ক্ষতির প্রকৃত পরিমাণ অপরিমাপযোগ্য।
৩. যখন চুক্তিভুক্ত কাজটি সম্পাদন না করলে আর্থিক ক্ষতিপূরণের মাধ্যমে পর্যাপ্ত প্রতিকার দেয়া সম্ভব হয় না।
৪. যখন চুক্তিভুক্ত কাজটি সম্পাদন না করলে কোনো ধরনের আর্থিক ক্ষতিপূরণ পাওয়া যাবে না এমন সম্ভাবনা থাকলে।

চুক্তিপ্রবলের ডিক্রি প্রদানের ক্ষেত্রে আদালতের অনুমান [Presumption] প্রসঙ্গে এখানে বিশেষ উল্লেখ প্রয়োজন। উক্ত ১২ ধারাতেই ব্যাখ্যা অংশে বলা হচ্ছে যে, স্থাবর সম্পত্তির হস্তান্তরের চুক্তিভঙ্গের প্রতিকার হিসেবে যদি কেউ আদালতে চুক্তিপ্রবলের মোকদ্দমা দায়ের করে এবং প্রতিকার দাবি করে, তাহলে, যতক্ষণ না পর্যন্ত বিপরীত কিছু প্রমাণিত না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত আদালতের প্রাথমিক অনুমানটি, 'অনুমান করিবে' ['Shall presume'] ধরনে হবে এবং আদালত মনে করবেন যে, উক্তরূপ স্থাবর সম্পত্তির ক্ষেত্রে চুক্তিভঙ্গের পর্যাপ্ত প্রতিকার আর্থিক ক্ষতিপূরণ প্রদানের মাধ্যমে সম্ভব নয়; ফলে, এটির সুনির্দিষ্ট কার্যসম্পাদন করে বা চুক্তি প্রবলের ডিক্রি প্রদান করে প্রতিকার দিতে হবে। আদালতের এই অনুমান 'আবশ্যিক অনুমান' [Shall presumtion] হিসেবে পরিচিত সাক্ষ্য আইনের ৪ ধারার বর্ণনামতে।

তবে, প্রতিপক্ষ যদি ভিন্ন কিছু প্রমাণ করতে পারে যে, এটি স্থাবর সম্পত্তি হওয়া সত্ত্বেও এটির ক্ষেত্রে আর্থিক ক্ষতিপূরণ পর্যাপ্ত প্রতিকার হতে পারে, তাহলে আদালত ভিন্নভাবে অগ্রসর হতে পারবেন।

অপরদিকে, সম্পত্তিটি অস্থাবর হলে তথা, অস্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তরের চুক্তিভঙ্গের প্রতিকার হিসেবে যদি কেউ আদালতে

চুক্তিপ্রবলের মোকদ্দমা দায়ের করে এবং প্রতিকার দাবি করে, তাহলে আদালত ধরে নেবেন যে, এরূপ অস্থাবর সম্পত্তির চুক্তিভঙ্গের প্রতিকার আর্থিক ক্ষতিপূরণের মাধ্যমেই দেওয়া সম্ভব, সেক্ষেত্রে সাধারণভাবে মোকদ্দমাটি গ্রহণ করবেন না। তবে, যথেষ্ট প্রাইমা ফেসি কেইস হলেই মোকদ্দমাটি আদালত গ্রহণ করবেন। এরূপ ক্ষেত্রে মোকদ্দমার আরজিতেই তার জোরদার উপস্থাপনা থাকা বাঞ্ছনীয়।

এছাড়া, সুনির্দিষ্ট প্রতিকার আইনের ২২ ধারায় আদালত কর্তৃক ডিক্রি প্রদান সম্পর্কে একটি নীতির কথা বলা হয়েছে। 'সুনির্দিষ্ট কার্যসম্পাদনে ডিক্রি প্রদান সম্পর্কে বিবেচনামূলক ক্ষমতা' [Discretion as to decreeing specific performance] শিরোনামে ধারাটির মূল কথা হলো – সুনির্দিষ্ট কার্য সম্পাদনের ব্যাপারে ডিক্রি প্রদানের এখতিয়ারটি বিবেচনামূলক [discretionary] এবং সেটি করা আইনসম্মত [lawful], শুধু এই কারণেই আদালত তেমন ডিক্রি প্রদানে বাধ্য নন। ধারাটিতে আরো বলা হয়েছে যে, আদালতের বিবেচনামূলক ক্ষমতা অর্থ কখনোই স্বেচ্ছাচারিতা নয়; বরং তা নিখুঁত, যুক্তিসঙ্গত, বিচার বিভাগীয় মূলনীতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতে হবে এবং আপিল-আদালতের মাধ্যমে সংশোধনযোগ্য হিসেবে গণ্য হবে।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে দেখা যায় যে, সুনির্দিষ্ট প্রতিকার আইনের ১২ ধারামতে ৪টি ক্ষেত্রে চুক্তিপ্রবলের ডিক্রি প্রদান করতে পারেন আদালত। তবে, অবশ্যই তা আরো কিছু শর্তের অধীন, যেমন, ১২ ধারারই ব্যাখ্যা অংশে বলা হয়েছে আদালতের প্রাথমিক অনুমান সম্পর্কে। অন্যদিকে, ২২ ধারায় বর্ণিত ডিক্রি প্রদানের নীতির ক্ষেত্রে আদালতের বিবেচনামূলক ক্ষমতার ব্যবহার হবে এবং সেটিও নির্দিষ্ট সীমাবদ্ধতার মধ্যে ব্যবহার করতে হবে বা সেটি অতি সুনির্দিষ্টভাবে প্রয়োগের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

এই প্রশ্ন ও উত্তর সম্পর্কে নির্দেশনা :

১. এই উত্তরের শব্দসংখ্যা ৬০৬টি। পারফেক্ট একদম।

২. এই প্রশ্নটির উত্তর বাস্তবিকপক্ষে আরো ছোট হয়। কিন্তু, ১২ ধারার ব্যাখ্যা অংশের মতো খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি অংশ ছেড়ে দিয়েই অনেকে আলোচনা করে থাকেন। আমরা এর আগের প্রশ্নগুলোতে ১২ ধারা সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে আমরাও ছেড়ে দিয়ে লিখেছি; কেননা, এটি লিখতে গেলে আগের প্রশ্নগুলোর উত্তর অনেক বড় হয়ে যায় বিশেষত দ্বিতীয় অংশসমূহ কাভার করতে গিয়ে। কিন্তু, যেহেতু এই প্রশ্নে শুধুই ১২ ধারার ডিক্রি প্রদান সম্পর্কে জানতে চেয়েছে, সুতরাং, ধারায় থাকা ব্যাখ্যা অংশ নিয়ে আলোচনা লেখার সুযোগ আছে। উপরন্তু, যেহেতু আদালতের ডিক্রি প্রদানের বিধান সম্পর্কে জানতে চেয়েছে, সেহেতু, ২২ ধারাটির উল্লেখ বাঞ্ছনীয় হয়ে পড়েছে। ফলে উল্লেখ করেছি আমরা এবং সেদিক থেকে এটি অনেক পারফেক্ট উত্তর হয়েছে বলে আমরা মনে করি।

৩. পরীক্ষায় এই প্রশ্নটি এলে অবশ্যই এটি উত্তর করা উচিত আপনাদের। কেননা, ১২ ধারার ব্যাখা অংশ যে লিখতে হবে সেটি কোনো বইয়েই নাই, এমনকি ২২ ধারাটিও সম্পর্কিত করে লিখলে এটি একটি দূর্দান্ত উত্তর হবে। আরো সুবিধা এই যে, এটির শব্দসংখ্যাও অন্যান্য উত্তরের তুলনায় কম।

৪. এই প্রশ্নটির আরেকটি বিকল্প উত্তর হতে পারে যে, ১২ ধারার ৪টি বিষয় তুলে ধরে এগুলোর উদাহরণ ধরে ধরে বিস্তারিত করা। কিন্তু, থিওরির অংশেই আসলে অনেক কথা বলবার আছে এবং সেটিই আমাদের কাছে বেশি যুক্তিযুক্ত মনে হয়েছে। নিজেরা বিকল্পভাবে উত্তর করবেন কিনা সেটা আপনাদের চয়েস। ধন্যবাদ।